অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।।'চেঞ্জ উই নিড' - চাবিকাঠি আপনার হাতে।।

।।এক।।

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের আলোচিত সন্মানিত মহানায়ক এবং আগামী বছরে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান মানুষটির নির্বাচিত হবার পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে চলেছি। গাড়ীতে শুনছি খবর। উৎসূক হয়ে আছি দীর্ঘ একুশ মাস নির্বাচনের লড়াই শেষে এ বিজয়ী বীরের বিজয় পরবর্তী দিনটি কিভাবে শুরু হলো জানার জন্যে। এতো আশা স্বপ্ন প্রতিশ্রুতি চ্যালেঞ্জ তাঁর - জানতে ইচ্ছে করছিলো ঘুম থেকে জেগে ক্লান্ত তিনি কি করলেন।

খবরে শুনলাম ঘুম থেকে উঠে তিনি জিমে (জিমনেশিয়ামে) শরীর চর্চ্চা করে তারপর যথারীতি মেয়ে শাশা এবং মালিয়াকে স্কুলে দিতে গেছেন। এরপর শুরু হয়ে গেছে হোয়াইট হাউস ষ্টাফদের ব্রিফিং নেয়া। এবং এ ব্রিফিং নিয়মানুযায়ী এখন থেকে প্রতিদিন তিনি পাবেন।

আমি চোখের সামনে কল্পনা করার চেষ্টা করেছি ৪ নবেম্বর যে মানুষটি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে সারা পৃথিবীর মানুষকে একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়ে শান্তির আশায় প্রতীক্ষায় আনন্দাশ্রু নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকা মানুষের সামনে ঘোষণা করলেন 'অনেক দিন পর আজকের রাতে এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমেরিকায় পরিবর্তন এসেছে' - সে মানুষটি, সেই আগামী বছরের বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান মানুষটি যাঁর চারপাশে এখন হাজারো সতর্ক প্রহরা, তটস্থ কর্মচারী, তিনি প্রথম সকালে নিজে তাঁর যথারীতি দায়িত্ব পালন করে মেয়েদের স্কুলে দিয়ে এসেছেন। সূচনা করলেন আমেরিকায় পরিবর্তন এসেছে।

শুধু আমেরিকায় নয় - পরিবর্তন এসেছে অসহায় অস্থির শঙ্কাময় বিশ্বের। সারা বিশ্ব যেন তাকিয়ে আছে এই মহানায়কের দিকে। প্রতিশ্রুত পরিবর্তনের দিকে। পরিবর্তনটা হলো নিরাশা থেকে আশার। কথা থেকে কাজের। প্রতিশ্রুতি থেকে প্রাপ্তির।
৫ নবেম্বর শিকাগোর গ্রান্ট পার্কে হাজার হাজার নারী পুরুষের সামনে একটি রাজনৈতিক কবিতা যেন আবৃত্তি করলেন তিনি। কোন ভূমিকা ছাড়াই কবিতা শুরু করলেন এভাবে ...

"If there is anyone out there who still doubts that America is a place where any things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive ... who still questions the power of our democracy, tonight is your answer,"

(যদি কেউ এখনো হেথায় থেকে থাকেন যিনি সন্দেহ পোষণ করেন আমেরিকায় যে কোনো কিছু ঘটতে পারে, বিস্মিত হন আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্ন জাগ্রত রয়েছে কিনা, যাঁরা এখনো আমাদের গনতান্ত্রিক শক্তি নিয়ে প্রশ্ন করেন, আজকের রাতই তাদের জবাব)। এভাবে বলে গেলেন আশার কথা। আগামী দিনের কথা। বললেন - আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ। এই পথ বন্ধুর।
এই বন্ধুর পথের কথাই তাঁকে প্রাথমিক ব্রিফিং-এ স্মরণ করিয়ে দেবেন জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক মাইক ম্যাকোনেল। মাইক ম্যাকোনেলের নেতৃত্বে একটি দল নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ওবামাকে শুধু এ মুহূর্তেরই চ্যালেঞ্জ এবং শঙ্কার কথা বলবেন না, তাঁরা এর ব্যাপ্তি টেনে নিয়ে যাবেন ২০২৫ সাল পর্য্যন্ত যার জন্য এখন থেকেই অংক কষতে হবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ওবামাকে। তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ গুলো আফগানিস্তানে এবং ইরাকের যুদ্ধ, গ্লোবাল ইকনোমি, সন্ত্রাস, কারিগরী শক্তি যেমন বায়োফুয়েল, ক্লিন কোল এবং হাইড্রোজেন যার পূর্ণ বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কম পক্ষে ২৫ বছর অথচ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সহজলভ্যতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পানির সহজ লভ্যতা আগামী ২০ বছরে এমন এক পর্যায়ে পোঁছে যাবে যখন পৃথিবীর ছত্রিশটি দেশের ১.৪ বিলিয়ন মানুষ পানির জন্য দারুণ সংকটের মুখোমুখি হবে যার প্রভাব পড়বে বিশ্ব জুড়ে খাদ্য উৎপাদন, রোগ, মহামারী এবং টিকে থাকার যুদ্ধে। এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এ সামগ্রিক বিষয়কে আরো কঠিন এবং সংকটপূর্ণ করে তুলবে। নতুন প্রেসিডেন্টকে আরো ভাবতে হবে পশ্চিম থেকে পূবে বৈশ্বিক সম্পদের ক্রমশঃ স্থানান্তরের বিষয়টিও।
এ সব নিয়ে তাঁকে ভাবতে হবে। প্রেসিডেনাট (ইলেক্ট) ওবামা বসে নেই। শুরু হয়ে গেছে তাঁর তৎপরতা। তাঁর সহকর্মী বাহিনী তৈরীর কাজও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর উপলব্ধিতে এসেছে এ পরিবর্তন শুধু আমেরিকার জন্য নয়। পরিবর্তন গোটা বিশ্বের। তাঁর নির্বাচনী শ্লোগান 'চেঞ্জ উই নিড' শুধু আমেরিকার জন্য নয় সারা বিশ্বের জন্য। আমেরিকাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বিশ্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। মহল্লায় আগুন লাগলে সে আগুন ধনী দরিদ্রের বাড়ী দেখে না। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব যে কারণেই ঘটে থাক তার মূল্য সারা পৃথিবীকেই দিতে হবে। আমেরিকা তার বাইরে নয়।
তাইতো শুধু আমেরিকানই নয় সারা বিশ্ব মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে জর্জ বুশের রাজত্ব থেকে। যুদ্ধবাজ একরোখা স্বার্থপর জর্জ বুশের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সারা বিশ্বের মানুষ।

এমনকি বারাক ওবামার প্রতিদ্বন্দী রিপাবলিকান প্রার্থী জন ম্যাককেইনও জর্জ বুশের কাছ থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখেছেন যাতে কোনভাবেই তাঁর নিন্দিত ঘৃণিত প্রভাব না পড়ে। সবার আশা আকাংখা প্রত্যাশা তাই প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) ওবামার কাছে। ফলে তাঁর জয়ে আনন্দের আতিশয্যে আমেরিকানরা কেঁদেছে। জেসি জ্যাকসান, অপরা উইনফ্রিও কেঁদেছে। বিশ্ববাসি কেঁদেছে। কেঁদেছে যেন আর কাঁদতে না হয়। সবাই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে 'চেঞ্জ উই নিড' এবং 'উই ডিড ইট'। এখন কেউ আর থেমে থাকতে রাজী নন। সবাই দেখতে চান সেই স্বপ্নের বীর পুরুষ ওবামা তাঁদেরকে কখন কিভাবে নিয়ে যাবেন কাঙ্খিত লক্ষ্যে। হোক সে বন্ধুর তবুও সেখানে পোঁছতে হবে।

।।দুই।।

রেডিওতে প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) ওবামার সকাল কিভাবে শুরু হলো জানার পর অফিসে নিত্যকার অভ্যেসমত ইন্টারনেটে দেশের সংবাদপত্রের দিকে চোখ বোলাতেই নজরে এলো আজ (৬.১১.০৮) শেখ হাসিনা দেশে ফিরছেন। সংবাদটা যখন বিশদ পড়ছি কেন জানি তখনো প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) ওবামার সেই ঐতিহাসিক শ্লোগানটা সংবাদ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে 'চেঞ্জ উই নিড'। ভেসে আসছে বারাক ওবামার মুখ ('চেঞ্জ উই নিড') - ভেসে আসছে শেখ হাসিনার মুখ ('চেঞ্জ উই নিড')। ভাবছি ১৮ ডিসেম্বর কি বাংলাদেশের জননেত্রী তেমনি করে বলবেন 'চেঞ্জ উই নিড' এবং 'উই ডিড ইট'। তিনি কি তেমনি করে বলবেন যদি কেউ এখনো হেথায় থেকে থাকেন যিনি সন্দেহ পোষণ করেন বাংলাদেশে যে কোনো কিছু ঘটতে পারে, বিস্মিত হন আমাদের জাতির জনকের স্বপ্ন জাগ্রত রয়েছে কিনা, যাঁরা এখনো আমাদের গনতান্ত্রিক শক্তি নিয়ে প্রশ্ন করেন, আজকের ১৮ ডিসেম্বর তাদের জবাব। এভাবে বলে যাবেন আশার কথা। আগামী দিনের কথা। বলবেন - আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ। এই পথ বন্ধুর।

বলবেন ২০০৮- এর বিজয় দিবসের সাথে সাথেই আমাদের নতুন করে বিজয় হলো। প্রিয় দেশবাসি আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই এই বাংলাদেশ হবে সেই বাংলাদেশ যার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতিকে দেখিয়েছিলেন। এই বাংলাদেশ হবে সেই বাংলাদেশ যার জন্য তিরিশ লক্ষ্য প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছিলো। অতীতের সমস্ত ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বলতে চাই এবারের সংগ্রাম সম্বৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম। প্রকৃত গনতন্ত্রের বাংলাদেশ। মৌলবাদ, যুদ্ধাপরাধীবিহীন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ। বাহাত্তরের সংবিধানের বাংলাদেশ। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অসাধু রাজনীতিবিদ, চাটুকার, স্বজনপ্রীতিবিহীন বাংলাদেশ।

সংস্কার হবে সর্বত্র। প্রথমেই শুরু হবে আমার দলে। সাধারণ মানুষের কল্যাণ বাদ রেখে যাঁরা নিজের কল্যাণের কথা এতোদিন ভেবে এসেছেন তাঁদের দিন শেষ হয়ে গেছে। দূর্নীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। আইনকে রাজনীতিকরণের দিন শেষ হয়ে গেছে। আইন চলবে প্রভাবহীন তার নিজস্ব গতিতে। দেশের হতভাগ্য মানুষ আর একবার আমাকে সুযোগ দিয়েছে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য এবং আমি তা সর্বাংশে পালন করে যাবো। এর জন্য যে বা যারাই প্রতিবন্ধক হবে আমি তাকে প্রতিহত করবোই। আমার

দলের কি অন্য দলের আমি তা বিবেচনা করবো না। আজ থেকে আমার দপ্তরে কোন তদ্বির চলবে না। যে কেউ - হোক আমার স্বজন বা দলীয় লোক, কোন তদ্বির নিয়ে এলে তার জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যাকে যা দায়িত্ব দেয়া হবে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে নয়তো তার ভয়াবহ পরিনাম ভোগ করতে হবে। আমার নিজ দলের নেতা কর্মীর ক্ষেত্রে সবচে' বেশী কঠিন হবো। রাজনীতির নামে দেশকে আর পেছনে চলতে দেয়া হবে না। হরতাল ধর্মঘটের পথ পরিহার করে প্রতিবাদের নতুন পথ বের করতে হবে। হতাশাগ্রস্থ প্রজন্মকে নব উদ্দীপনায় জাগ্রত করতে হবে নতুন সম্বৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে। এবং সে বাংলাদেশ আমরা দেখবো ২০২০ সালের মধ্যে।

জননেত্রী - কান পেতে শুনুন সারা দেশের মানুষ তেমনি করেই বলছে 'চেঞ্জ উই নিড' আর তার চাবি কাঠি আপনার হাতে। আপনি জানেন কি করতে হবে। কাদেরকে পাশে রাখতে হবে আর কাদেরকে বিদায় করে দিতে হবে। কি করতে হবে আর কি কি করা যাবে না। ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ জানার বোঝার অনেক সময় পেয়েছেন। এখন এ্যাকশানের সময়। সঠিক সময়ের সঠিক এ্যাকশান। বঙ্গবন্ধুর কন্যাকেই তাঁর স্বপ্ন পূরণ করে দিতে হবে। নির্বাচন করতেই হবে এবং সে নির্বাচনে জিততেই হবে। আমি নিশ্চিত সে বিজয় হবে 'ওবামা' বিজয়।